মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপ্রসূ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

৫৬ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ চৈত্র, ১৪২৫ ❀ এপ্রিল, ২০১৯

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৭৬৮৫, ৯৯০৩০৬৫২৬২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-9435179292
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-৯৭০৬৫৭২৩১, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯৮৭৪৯৬৬২৪১/৭৬৯৯০৮৩৮২৭
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে সংগৃহীত।	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা	শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ।	৫
৪। প্রাণের দু-একটি কথা	শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রদত্ত প্রথম ভাষণ	৬
৪। আমার প্রভুর কথা	শ্রীল ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৭
৫। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ....	শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন	৮
৭। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণ	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১০
৬। গৌরকথা সপ্তাহ বিবরণ	শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ	১২
৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিবরণ	সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী	১৪
৯। শ্রীশ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে কুসুমাঞ্জলী	—	১৭
১০। দোলপূর্ণিমায় স্বরূপগঞ্জে সাতদিন ব্যাপী নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৮
১১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৬ বর্ষ ❀ ৯ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমধুপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ চৈত্র, ১৪২৫ ❀ এপ্রিল, ২০১৯

সারকথা

**মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫৯)

**সর্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৭৫)

**কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৮৩)

**অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।৮৭)

**শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
'তটস্থ' -লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১০৬)

**সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১২৮)

**সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১২৮-১২৯)

**'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২২।১৩৪)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপ গুরুনিষ্ঠ ও নামনিষ্ঠ ভক্ত-সন্ন্যাসী হওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু গুর্ব্বানুগতে কৃষ্ণসেবা না করিয়া যাহারা অসৎসঙ্গ করিবে, তাহাদের সর্বনাশ হইবে। তাহারা কোনদিন ভগবান্‌কে জানিতে বা ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিবে না। এখানে সাধুবেশে মানুষকে ঠকাইতে পারা যায়। কিন্তু কর্মফলদাতা সর্বজ্ঞ ভগবান্ ত আর তাহাদিগকে ছাড়িবে না। যাঁহারা সাধু সাজিয়া অসৎসঙ্গে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। ভগবানের উপর নির্ভর না করিয়া অপরের উপর নির্ভর করিলে কেবল দুঃখই লাভ হইবে।

প্রঃ—এই জগৎ কি বদ্ধজীবের কারাগার?

উঃ—যাঁহারা এ জগতের কোন জিনিষ চান না সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ বিচার করেন—এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে; এজগতে নিত্যসুখদ কোন বস্তু নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুক হইয়া এখানকার বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। এইজন আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট! আমরা মনরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি এবং যথেষ্ট কষ্টও পাইতেছি। যে সকল মুর্খ মায়িক জগতের বিষয়ভোগের প্রতি ধাবিত হইতেছে, তাহারা মায়ার ফাঁদে entangled হইয়া যাইবে। যাহারা গৃহব্রত, তাহারা মনে করে—'আমাদের সেবক দরকার, আমরা গৃহব্রত হইয়া সুবিধা করিয়া লইব, আমরা নিজের ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা সব বুঝিয়া লইব।' রাজনৈতিক , সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, পরার্থী, দেশনেতা, বিদ্বান্, কর্ম্মী প্রভৃতি হইবার আকাঙক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টামাত্র। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—'ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে চালনা করিও না। তোমরা বরিরর্থমানী হইও না।' আমরা দেহাত্মবাদী বা গৃহব্রত হইয়া জগতে প্রভু সাজিয়াছি, আমরা জগৎকে ভোগনেত্রে দেখিতে গিয়া মনে করি, 'আমরা সেবক-সকলই আমার সেবার জন্য সাজান রহিয়াছে, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরু-ব্যোম, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লত্য সকলই আমারর ভোগের জন্য সাজান আছে।' আমরা ভাবি—আমি জগতের ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমরা অধিকার নাই।

প্রঃ—কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন?

উঃ—কৃষ্ণবস্তুটি ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই আকর্ষক। কৃষ্ণ কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে কাষ্ঠকে আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ সেব্য ভগবান সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন। সেবার মাধুর্য্যলোখে সেবোনমুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন। মধ্যস্থলে বা মাঝপথে যদি সেবোন্মুখ ব্যক্তি অন্য বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে মূল আকর্ষণ হতিে বঞ্চিত হইয়া থাকে। একদিকে বন্ধনমূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্যদিকে মঙ্গলজনক কৃষ্ণের আকর্ষণ। এজগতে রূপ-র-স-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি আকর্ষক বস্তুগুলি আমার অতি নিকটে আছে। এজন্য দুর্ব্বল আমি তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। এমতাবস্থায় সাধুগুরুর নিকট অনবরত হরিকথা শুনিতে পারিলে আমরা নিকটস্থ শত্রুর হাত হতিে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। আমরা কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট না হইলে মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নামরূপাদি আমাদিগকে আকৃষ্ট করিলে আমরা বর্তমানে ভোক্তারূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটি পাইতে পারি। কৃষ্ণের কথা যত আলোচনা হইবে ততই আমাদের ভোক্তাভিমান দূর হইবে, তখন কৃষ্ণ আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

প্রঃ—আমাদের সুবিধা বা মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

উঃ—গৃহব্রত বা গৃহাসক্ত হলিে ভয়ানক অসুবিধা। কিন্তু যিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ও সেবা করিলে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। ভগবদ্ভক্তের অনুগমন ও অনুসরণ ব্যতীত মঙ্গলের অন্য রাস্তা নাই। মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের সেবা অধিক মঙ্গলজনক। গুরুসেবা দ্বারাই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে। গুরুসেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। যাঁরা বাস্তবিক মঙ্গল চান, তাঁরা অবশ্যই সাদরে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন। গুরবৈষ্ণব-সেবা কি? *(ক্রমশঃ)*

শ্রীল গোস্বামীপাদের অন্তিমকালীন কয়েকটি হরিকথা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা

ভগবৎ কৃপালাভের উপায়

তাং-৩০-০৭-১৮

হরিকথা অতিশয় রম্যেয় সুন্দর ও উপাদেয়। হরিকথা যার রম্যেয় হৃদয়ে একবার প্রবেশ করে তার আর কোনো প্রকারের অসুবিধা থাকে না, সুবিধার রাজ্যে তখন পা দেয়। পরোপকারী মন পরের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত থাকে। আর অপরের দোষকে (আপন) দোষ বলে চিহ্নিত করে। অপরের উপকার করার প্রবণতা বেড়ে যায়, তবে সে চিরকালের মতো শান্ত হয়ে যায়। সে জানতে পারে যে তার আর কোনো অসুবিধা নেই। (সে বলতে ঐ অসুবিধার রাজ্যের মনকে বোঝানো হয়েছে), তখন সে ভগবানের মাধুর্য্যমন্ডিত রূপটা দর্শন করতে পারে। অন্য কিছুতে তার মন যায় না। মন চির শান্ত হয়ে যায়। লোকে প্রশ্ন করে কি করে তোমার মনটা শান্ত হলো? তখন বলতে হবে ভগবানের উপাসনার দ্বারাই শান্ত হয় অন্য কোনো কৃত্রিম রচিত Process এর দ্বারা হয় না। একথা মানতে হবে সবাইকে। তার ফল হাতে নাতে পাওয়া যায়। জগতের লোক সিদ্ধি লাভের জন্য তাড়াতাড়ি করে চেষ্টা করে কিন্তু ভক্ত লোক তাড়াতাড়ি না করার চেষ্টা করে ভগবৎ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাতে সুফলও পাওয়া যায়। Slow and steady process শুরু। তাতে সময় একটু বেশি লাগতে পারে কিন্তু সফলতা পায়। এসব বিষয়ে Sure হতে হয়। Slow but steady (স্থির, দৃঢ়) wins the race এটাই হচ্ছে আসল কথা। এতে যে ধৈর্য্য ধরতে পারে ভক্তি রাজ্যে সেই তিষ্ঠতে পারে (বা থাকতে পারে)। অন্য লোকের কথা বাদ ভক্তি রাজ্যের মূল কথাগুলো হলো এই। ভক্তি রাজ্যে বিশ্বাস রাখাটা কঠিন কিন্তু এইভাবেই বিশ্বাস আসে এবং ধীরে ধীরে রাখতে হয়। ''কৃষ্ণ মোরে পালে রক্ষে জানো সর্বকাল'' এই হলো actual ব্যাপার এটার উপর বিশ্বাস করাটাই ভাগ্যের ব্যাপার।

সম্বন্ধীয় তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ

তাং-১৬-০৮-১৮

কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে কৃষ্ণ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হয়। কৃষ্ণের পরিচয়টা কি? 'ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্।

এক কৃষ্ণকে কতভাবে ভক্তরা ব্যাখ্যা করে। কৃষ্ণ আরাধ্যতম বিষয়। আরাধ্য স্বরূপের ঈশ্বর—এ বুঝিলে জগতের সব কিছু বোঝার মধ্যে এসে যায়। তিনি জগতের সব কিছুকে আকর্ষণ করেন এই আকর্ষণ টা হচ্ছে তার গুণ আকর্ষণ ক্ষমতা যদি না থাকত তাহলে ভগবান কৃষ্ণ হতেন না। এই ব্যাখ্যাটাই যথার্থ কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তার সাথে আর কারোর মিল নেই। তিনি সর্বাহ্লাদক সর্বাকর্ষক সর্বরসায়ন (সবার মধ্যে রস সৃষ্টি করতে পারেন)—এই তিনটি গুণই কৃষ্ণকে বড় করে দিয়েছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ করে দিয়েছেন। এতে কাহারো কিছু বলার নেই। কৃষ্ণের অনেক বিভাগ আছে, যেমন স্বাংশ বিভিন্নাংশ বৈভব প্রাভব বিলাস ইত্যাদি সব জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কতিপয় জাতব্য বিষয়কে আমরা বর্ণনা করছি। যারা অধিক Interested তারা প্রত্যেকটা জিনিস বিশ্লেষণমুখে আলোচলা করবেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন উদার। উদারতাই তাঁর প্রধান মাপকাঠি। উদারতার যেখানে অভাব পড়ে যায় সেখানে কারুণ্য তারুণ্য আদি গুণ স্থান পেয়ে থাকে। এই ভাবে জানতে হবে। কৃষ্ণ মধুর, মাধুর্য্য তাঁর প্রধান মাপকাঠি। মাধুর্য্যের যেখানে প্রাধান্য খেলছে সেখানে মাধুর্য্য প্রধান এই বুঝতে হবে। এইভাবে ৬৪টা গুণ খেলছে। ৬৪টা গুণের মধ্যে এই দুইটি আলোচনা হলো আরও কত বাকী রয়ে গেল। এইগুলো অফুরন্তভাবে খেলছে।

ভগবান যাঁকে যে অবস্থায় রাখে, সেভাবেই থাকতে হয়।

—শ্রীল গোস্বামীপাদ

প্রাণের দু-একটি কথা

(শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুরের প্রদত্ত প্রথম ভাষণ), তারিখ : ৪/১১/২০১৮

স্থান ঃ সারস্বত শ্রবণ সদন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার

গৌড়ীয় গুরুবর্গের শ্রীচরণকমল বন্দনা করে গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভ্যগণের আপাতঃকালীন অধিবেশনে আমি আপনাদের শ্রীমুখে গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের মহিমার কথা শ্রবণ এবং স্মরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আমি পূর্ব পূর্ব সভায় যে আসনে বসে বক্তৃতা দিতাম, আপনাদের প্রতি শাসন বাণী উল্লেখ করতাম আর আজকে যে আসনে থেকে কিছু বলবার প্রয়াস করছি সেটি ভিন্ন। এই আসনের মর্যাদা রক্ষার অভিলাষ নিয়ে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পরিবেশন করবার প্রয়াস করছি।

আমরা সকলেই গুরুদেবের বিরহগ্রস্ত। গুরুদেবের বিরহ আমাদের মধ্যে নিত্যকাল অবস্থান করুক। তাঁর শ্রীরূপ-বিনোদ-সরস্বতী ধারা সংরক্ষণ প্রণালী, কীর্তন রস আস্বাদনের কৌশল, তাঁর মৃদুমন্দ নৃত্যভঙ্গি, তাঁর সেই বজ্র গম্ভীর শাসন, গুরুবর্গের আশয়ের অনুবর্তনশীলতা আজকে আমাদের চিত্রপটে গ্রথিত হোক, নিরন্তর আমাদের ভজনে প্রেরণা দান করুক।

গুরুদেব প্রকট থেকে যে সকল লীলা প্রকাশ করেন তা দুই প্রকার — একটি কৃপালীলা অপরটি বঞ্চনালীলা। যারা কৃপালীলার মধ্যে পড়বেন তারা সেই গুরুদেবকে পরবর্তী গুরুদেবের মধ্যে দেখে ভজনে এগিয়ে যেতে পারবেন। আর যারা বঞ্চনালীলার মধ্যে পড়বেন তাদের ব্যতিরেক সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

গৌড়ীয় মিশনের ভজন প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত। পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরু মহারাজের কথায় — প্রসঙ্গরূপা সেবা এবং পরিচর্যারূপা সেবা। প্রসঙ্গরূপা সেবা ইষ্টগোষ্ঠীর মাধ্যমে হয়ে থাকে। হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন, ইষ্টের কথা আলোচনা, তাঁর নাম ধাম লীলাদির কথা আলোচনা, গৌড়ীয় গুরুবর্গের রচিত শাস্ত্রের কথা আলোচনার দ্বারা আমরা প্রসঙ্গরূপা সেবা করতে পারি। পরিচর্যারূপা সেবার মূল কেন্দ্রবিন্দু ভগবানের শ্রীবিগ্রহ — শ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ। তাঁদের সুখকর সেবা রচনা যেমন মন্দির মার্জন, রন্ধন, মালা গ্রন্থন আদি বিভিন্ন পরিচর্যামূলক সেবা রয়েছে। এই দুই সেবা গৌড়ীয় গুরুবর্গের মনোভীষ্ট এবং আমাদের মতো অনর্থগ্রস্ত সাধকের জন্য বিশেষ উপযোগী।

এখানে আমরা সবাই সেবক। আজকে আমার আসনটা বাহ্যত একটু উঁচু হলেও আমি আপনাদের মতোই একজন গুরুসেবক। আমার ভাগ্য এই যে, আমি গুরুসেবকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি। আমি জানি, আমার ভুলত্রুটি গুরুসেবকগণের দ্বারা নিয়মিত ও সংশোধিত হবে। জীবনের সময় আমাদের কাছে কম। এক একটা দিন আমাদের কাছে অমূল্য। আপনারা ধৈর্য্য ধরে বসে গুরু মহিমার কথা শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়েছেন। এইরকম আমাদের জীবনের বাকী দিনগুলো সেবার মধ্যে, প্রসঙ্গের মধ্যে অতিবাহিত হোক—এটাই প্রার্থনীয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বলতেন বিদ্যুতের গতিতে আমাদের এগোতে হবে। আমিও ঐ বাক্যের কিছুটা অনুসরণকারী। আমি চাই না কচ্ছপ বা খরগোশের গতিতে কেউ আমাকে অনুসরণ করুক। আমি যেন গুরুবর্গের পেছনে পেছনে দৌঁড়তে পারি। আর আপনারাও আমার সঙ্গে দৌঁড়াবেন এই আশা। যেটুকু সময় পাচ্ছি দ্রুতগতিতে ঈশ্বরের দিকে, নিত্য সেবা প্রাপ্তির দিকে, গোলকের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আমার থাকবে। তারজন্য আপনারা যদি কেউ পীড়া বা দুঃখ পান সেটা আমার বা গুরুবর্গের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করবার চেষ্টা করবেন।

আজ আমি আপনাদের মধ্যে এক Step (ধাপ) এগিয়ে এলাম। Secretary আসনে ছিলাম, আচার্য্য আসনে বসলাম। আপনারাও প্রত্যেকে এক Step করে এগিয়ে আমার কাছে আসবেন, পিছিয়ে থাকবেন না। যাঁরা এগিয়ে এসে আমার কাছে বসবেন, তাঁরা আমার মতো গুরুবর্গের কৃপার ছিটেফোঁটা অনুভব করবেন। শ্রীল প্রভুপাদের তৈরী মিশন, তাঁর দেওয়া স্থান, এখানে এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন না।

নিশ্চয়ই সেবার সুষ্ঠুতার জন্য হয়ত আমি আপনাদের প্রতি কড়া কথা বা বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছি। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, আপনারা অনেকে মনে দুঃখ বা কষ্ট পেয়েছেন। আজকে এই আসন থেকে আমার যাত্রা শুরু করবার পূর্বে আপনাদের সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আজকে আমার প্রাণের দু-

একটি কথা বলবার আছে। এক আমার গুরুবর্গ, যাঁরা আমার মাথার উপরে বসে আছেন, তার উপরে ষড়্‌গোস্বামী ও অন্যান্য মহাজনগণ সর্ব্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ। এঁদের নিকট আমি আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। এ অবধি আমার ভুলত্রুটি বা অপরাধের জন্য তাঁরা আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে এই দুরহ, গম্ভীর, অসম্ভব কার্য্যে যোগ্যতা প্রদান করুন। এই পথের পাথেয় যে সহিষ্ণুতা গুণ তাঁরা আমাকে দান করুন।

দ্বিতীয়তঃ যারা দৃষ্ট্র হয়ে আমার সামনে আছেন, বহুসংখ্যায় উপস্থিত হয়েছেন, তাদের অনেককে চিনি আবার অনেককে আমি চিনি না। অনেকে আমার ক্রোধের ভাগী হয়েছেন, কেউ বা আমার স্নেহের ভাগী হয়েছেন। তাদের সকলের কাছে প্রার্থনা করি আমার যাত্রা শুভ হোক। আপনারা আমার সঙ্গী হোন, সকলে মিলে গোলকের দিকে এগিয়ে চলি—এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যএবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণেবেভ্যে নমো নমঃ।

আমার প্রভুর কথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের লিখিত প্রবন্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ভক্তিপত্র ৫৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যার পর)

প্রভুর প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ কৃপালাভ—তারপর আমরা কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে ফিরলাম। পুনঃ আমার প্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভে নতুন করে সেবায় উৎসাহ ও আনন্দ পেতে থাকলাম। তারপর এক অদ্ভুত সংবাদ আমাদের কানে এলো। সেটি হলো আমার প্রভুর প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ। ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি। তাঁর শ্রীঅঙ্গে ভগবৎ দর্শনের ফলস্বরূপ প্রেমের বিভিন্ন বিকারের কথা। সে কখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমন দর্শন কালে হোক্ অথবা পুরীতে গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনকালে হোক্ অথবা রথযাত্রাকালে রথের সম্মুখে নৃত্যকালে হোক্ সাক্ষাৎ দর্শন জনিত প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বেদাদি প্রেমবিকার দেখা যেত। এগুলি গল্পের কথা নয়। প্রত্যক্ষদর্শী বৈষ্ণবগণের নিকট শুনেছি ও তাঁর নিজ হস্তলিখিত দৈনিক দীনপঞ্জীতেও উল্লেখ পাই। ঐরূপ দর্শনের কথা তিনি নিজে স্থানে স্থানে উল্লেখ করে গেছেন। তার মধ্যে ১৯৭০ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বংশীবটে দিব্য প্রেমাবেশ, ১৯৭৩ সালে পুরীধামে বৈষ্ণবগণ সহ শ্রীগম্ভীরা দর্শন ও নৃত্যকীর্ত্তনকালে ভগবৎ দর্শন এবং বর্তমান লিখিতব্য বিষয় ১৯৮০ সালে গুণ্ডিচা মার্জ্জন দিবসে শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ কৃপালাভ উল্লেখযোগ্য।

সে যাই হোক্, এই বৎসর অর্থাৎ ১৯৮০ সালে রথযাত্রার পূর্বদিনে শ্রীগুণ্ডিচা মার্জন মহোৎসব ও শ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব ছিল। শ্রীল গুরুমহারাজ বিরাট অসুস্থতা থেকে কিছুটা সুস্থতা লাভ করেছেন। ঐদিন সন্ধায় তিনি ইচ্ছা করলেন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাবেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের মুখ্য মুখ্য পাণ্ডাগণ আমার প্রভুকে ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে জানতেন। কারণ তাঁরা বহু বছর ধরে দেখে আসছেন শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি বিশেষ প্রীতি ও আকর্ষণ। স্নানযাত্রা ও রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপূর্ব গোলকীয় নৃত্যসেবা। সেই সেবাকালে অশ্রু, স্বেদ, পুলক, রোমাঞ্চাদি প্রেমভক্তির বিভিন্ন বিকার তাঁরা সাক্ষাৎভাবে লক্ষ্য করেছেন। ঐদিন পাণ্ডাগণও আমার প্রভুকে দর্শন করাবেন—এরূপ উৎসাহী ছিলেন।

দিনটি ছিল ১৯ জুলাই, ১৯৮০ সাল। সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের মুলগেট সিংহদ্বারে পৌঁছে আমার প্রভু অপেক্ষা করছেন আমার প্রভু। পরে পাণ্ডাগণের সাহায্যে প্রথমে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন ও পরে শ্রীমদনমোহনদেবকে দর্শন করে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হন। মন্দিরের দরজা ঐসময় বন্ধ ছিল। আমার প্রভু কিছুক্ষণ ঠাকুরের স্তব-স্তুতি করেন। তারপর মন্দির খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন পাণ্ডাসেবক আমার প্রভুকে ধরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যান। প্রভুর গর্ভমন্দিরে যেতে আপত্তি ছিল। তথাপি পাণ্ডাগণ জোরপূর্বক শ্রীজগন্নাথদেবের কোলের উপরে প্রভুকে নিক্ষেপ করেন। উপায়ান্তর না দেখে প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর ভক্ত ও ভগবানের যে প্রেম লীলা চলেছিল তা বর্ণনার অযোগ্য।

ভক্ত ও ভগবানের সেই প্রেমলীলা প্রত্যক্ষদর্শীগণই জানেন। বদ্ধজীব বা অনর্থগ্রস্ত সাধকের পক্ষে উহা বোঝা

কঠিন ছিল। আমার প্রভু ক্রন্দন করছিলেন এবং হুঁ হুঁ রবে যেন শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি নিজ আর্ত্তি-দৈন্য জ্ঞাপন করছিলেন। সেই সময় তাঁর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা যাচ্ছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ দর্শন ও আলিঙ্গন লাভ করে প্রভু কৃতার্থ হলেন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে নিজ 'ভক্তবৎসল' নামের সার্থক করলেন। এই ছিল প্রভুর শেষ শ্রীজগন্নাথ দর্শন। সেবকগণ সহ মঠে ফিরে এলেন আমার প্রভু। সারাটা রাত এক অন্য ভাবে ছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ কৃপালাভ আমরা সকলে শুনে কৃতার্থ হয়েছিলাম। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসরকাল তাঁর আচার্যলীলা। এই ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর অপ্রকট লীলার দু-একবছর পূর্বে। এরূপ একজন ভগবৎ প্রেমিক ও ভগবৎ দ্রষ্ট্রা মহাজনকে পেয়ে মিশন কৃতার্থ হয়েছিল।

এরপর এই অধমের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপালাভের কথা। ওটাই ছিল প্রভুর শেষ দর্শন। ঐ বৎসর শ্রীগোদ্রুমধামে ঊর্জ্জাব্রত পালন করেন তিনি। পূর্ব পূর্ব বছরে এলাহাবাদ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্বক ব্রতযাজন করতেন। এটাই ছিল তাঁর গোদ্রুমধামে প্রথম ঊর্জ্জাব্রত পালন। ব্রতের শেষের দিকে কয়েকদিনের জন্য ভাগ্য হয়েছিল প্রভুর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে ঊর্জ্জাব্রত পালন করার। ঐরূপ Tight progamme জীবনে প্রথম দেখলাম। ব্রতমাসে প্রতিদিন ভোর ৩.৩০ হতে রাত্রি ৯.৩০ পর্যন্ত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সেবার নির্দিষ্ট তালিকা তৈরী করিয়ে আমার প্রভু ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের ভজনে মাতিয়ে রেখেছিলেন। ভগবানের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা সেবায় সকলকে নিযুক্ত রাখার এক অদ্ভুত কৌশল প্রভুর লীলায় সকলে লক্ষ্য করেছেন। মঠে এসে শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসঙ্গ লাভ করে ভজন ধন না নিয়ে খালি হাতে গৃহে ফিরে যাবেন—প্রভু মোটেই বরদাস্ত করতেন না। তিনি বলতেন—''রাজার বাড়িতে এসেছেন। শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বেঁধে কেউ বঞ্চিত হয়ে ফিরে যাবেন না। সেবা সম্পত্তির একটু হলেও নিয়ে যান। খালি হাতে যাবেন না।

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের ৭২তম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব পূজা মহোৎসব

স্থান—শ্রীগোদ্রুম ধাম, তাং- ০৪-০৩-২০১৯

শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ৭২তম শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা মহোৎসব তাঁর প্রিয় শ্রীগোদ্রুম ধামে তাঁর সমাধিস্থলে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ গত ০২-০৩-২০১৯ তারিখে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গোদ্রুম ধামে শুভ বিজয় করেন। শ্রীল গুরুদেবের আরতি করেন বৈষ্ণবগণ।

পরদিন (০৩-০৩-২০১৯)—গুরুবর্গ ও বিগ্রহের শুভ মঙ্গলারতি, মন্দির পরিক্রমণ অন্তে প্রকটার্য্যের মঙ্গলারতি সম্পন্ন হয়। এরপর শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর সকল ভক্তমণ্ডলীকে নিয়ে প্রায় দেড়ঘন্টা কাল বৈঠকী কীর্তন করান। শ্রীল গোস্বামীপাদ রচিত 'সকল সময় প্রণাম তোমায়, ওহে মোর বিভু' এই কীর্তনটি শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী করেন। বিকেলে অধিবাস সংকীর্তন শুরু হয়। শ্রীল গোস্বামীপাদ বিরচিত কীর্ত্তন বৈষ্ণবগণ পরিবেশন করেন। রাতে আটটা থেকে শ্রীল গোস্বামীপাদের সমাধিস্থলে গুরু অভিনন্দন পাঠ শুরু হয়। ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ভক্ত সমাগম হতে থাকে। সর্বপ্রথম শ্রীল গোস্বামীপাদের সেবক **শ্রীপাদ ভক্তিছায়ী বিষ্ণুমহারাজ বলেন,** গুরুদেব শাসন করেছেন আবার এত স্নেহ করেছেন যে তা ভোলার মতো নয়। সেই স্নেহেতেই এখনো মঠবাস জীবন করতে পেরেছি। ''অপর সেবক **শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস ব্রহ্মচারী** বলেন''—গুরুদেব একদম মায়ের মতো পালন করতেন সব সময় কাছে কাছে রাখতেন চোখের আড়াল হতে দিতেন না। তিনি একএক সময় একএক ভাবে থাকতেন। কখনো বাগবাজারে অবস্থান করেও পুরীধামে শ্রীজগন্নাথ দেবের সন্মুখে দর্শনরত থাকতেন, এমনও দেখেছি। আরেক জন সেবক **রঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী বলেন**—গুরুমহিমা বর্ণন করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অন্তিমকালের লীলার কথা তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্পষ্ট করে ভাগবতের শ্লোক, কীর্ত্তন করেছেন, আর বলতেন—

'শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন যে অবস্থায় রাখেন সেভাবেই থাকতে হয়।

পরদিন (০৪-০৩-২০১৯)—সকাল থেকে আরতি পরিক্রমণ বৈঠকী কীর্ত্তন অন্তে সকাল ৯টায় সমাধি মন্দির প্রাঙ্গনে সংকীর্ত্তন উৎসব শুরু হয়। শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব বাসরে প্রকৃতি দেবীও পুষ্প বৃষ্টি প্রদান করেন। পরে সূর্য্যদেব তাঁর স্নিগ্ধ আলোয় চতুর্দিক ভরিয়ে দেন। একঘন্টা কাল কীর্ত্তন হয়, অতঃপর বৈষ্ণবগণ অভিনন্দন পাঠ করেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত এবং অন্তে শ্রীল প্রকটাচার্য্য গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ—স্বয়ং ভগবান বলেছেন গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানবে, তাঁকে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে অবমাননা করবে না। রামচন্দ্র যখন চলে গেলেন তখন সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কিন্তু হনুমানকে নিলেন না। কেন? কারন তিনি ভক্ত ভগবানের কথা জগতে প্রচার করবেন। গুরুদেব নিত্য সকলের মঙ্গল কামনা করেন। সেই গুরুদেব নিত্যকাল জয়যুক্ত হোন।

শ্রীপাদ গিরি মহারাজ—এমন একজন অদোষদরশী সুদুর্ল্লভ গুরুদেবের সঙ্গ সেবা পেয়ে আমার জীবন ধন্য আমি তাঁর সহিষ্ণুতা গুণ দেখেছি। তিনি শিখিয়েছেন কি করে গুরুসেবা করতে হয়, কৃষ্ণসেবা কিভাবে করতে হবে, কৃষ্ণপ্রেম কিভাবে লাভ করতে হয়। আমরা যদি তাঁর বাণীকে জীবনে আচরণ করতে না পারি তাহলে জীবনে 'শ্রম এব হি কেবলম্' হবে।

শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ—আজকের গুরুপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য এই আবির্ভাব তিথির আনন্দ আর বিরহের বেদনা আবার বিরহের মধ্যে দিয়ে নিত্যরূপে তাঁর সঙ্গলাভ করবার যে একটা স্পর্শ, লোভ সব মিলেমিশে যেন একাকার হয়েছে। তিনি জগতের সকল জীবকে সেবার উপকরণ হিসেবে দর্শন করে তাদের কলির কল্মষ থেকে সাফ করে ভগবানের চরণে পৌঁছে দেন তাই তিনি গুরু।

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী—প্রকট লীলায় সাক্ষাদ্ দর্শন জনিত আনন্দ ও বিরহলীলায় বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ রয়েছে। বিচ্ছেদ এমন একটা ব্যাপার যা নিকটের বন্ধুকে আরো নিকটতম করে তোলে। তাই বিরহেই প্রীতির ভাবটা পুষ্ট হয়। 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোক অনেক শুনেছি কিন্তু তৃণ কাকে বলে, সুনীচ কাকে বলে, মান কাকে দান করতে হয়, দৈন্য কি তা শ্রীল গোস্বামীপাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এ জীবন যেন তাঁর সেবায় অর্পিত করতে পারি।

শ্রীনবদ্বীপধামে গুরুপূজা মহোৎসবের একটি দৃশ্য

শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী—গুরুদেব কি দিয়ে তোমার চরণ পূজিব বুঝতে পারছি না। তোমার যশ জগতে ঘোষিত হচ্ছে তোমার কীর্ত্তন মালিকা ও হরিকথামৃত গ্রন্থের দ্বারা। প্রভু তোমার তুলনা জগতে মেলে না তুমি গুণধাম, হরিরসে ত্রিভুবন মাতিয়েছ।

শ্রীচন্দ্র প্রকাশ ব্রজবাসী—গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং গুরুই সাক্ষাদ্ পরমব্রহ্ম সেই গুরুর শ্রীচরণে প্রণাম। গুরুর নখমণির আলোকছটা যখন আমাদের চোখে এসে প্রতিভাত হবে সেই আলোয় আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর হবে। আর তখনই ভগবানকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমরা পেতে পারি।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী—তিনি মিশনের রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। সর্বদা মিশনের উন্নতিকল্পে সেক্রেটারী মহারাজ ও বৈষ্ণবগণকে প্রচুর উৎসাহ ও কৃপা প্রদান করতেন। তাঁর ইচ্ছা ও উদ্যোগেই স্থানে স্থানে নতুন মঠ, শ্রীবিগ্রহের নতুন কলেবর, মঠ মন্দিরের সংস্কার আদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। গুরুমহারাজের একান্ত ইচ্ছা একটি মহিলা মঠ স্থাপনে তিনি বাস্তব রূপ দেন। তাঁর অমূল্য সম্পদ রূপে দুটি কীর্ত্তন মালিকা খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন।

শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ—

''বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয়প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন।।'

গুরুদেব যে সম্বন্ধ জ্ঞান দিয়ে গেছেন সেটাই নিত্য সম্বন্ধ। তাঁর অপ্রকট কালেও সেই আভাস পাওয়া গেছে আর আজ তাঁর আবির্ভাব তিথিতেও প্রচুর ভক্ত এসেছেন শুধু প্রাণের টানে।

সবশেষে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর বলেন—আজ তাঁর আবির্ভাব তিথিতে একটু অন্যরকম দৃশ্য। তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্যসাসানে বসে পূজা গ্রহণ করছেন না কিন্তু আজ ভক্তদের মুখে মুখে গুরুদেবের স্মরণ, কীর্ত্তন, তাঁর কথা, লীলাকথা তাঁর বিরহ বিচ্ছেদের কথা শুনছি। এটাই আমাদের লাভ, এটাই সৌন্দর্য্য এটাই প্রাপ্য। আমরা হরিবিমুখতার রূপ দেখিয়ে তাঁকে দুঃখ দিয়েছি। আমাদের দ্বারা গুরুদেব সুখ পেয়েছেন এরকম আসা ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কম আছে। তাঁর বিরহে কিভাবে তাঁর সেবা করা উচিত কি করে তাঁর শিক্ষাকে অনুসরণ করা উচিত আজ ভক্তদের হৃদয়ে জাগছে, এটাই আমাদের ভজন এটাই বিপ্রলম্ভ রস আর প্রয়োজন।

সভার শেষে আজ এই শুভদিনে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হন। ১) **ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ**—শ্রীল প্রভুপাদ ও তৎকালীন গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক রচিত। এখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছাত্র জীবনের কথা থেকে ভজন জীবন পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে।

২) **সাধক মৌলিরত্ন**—এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। স্তব, স্তুতি ধ্যান প্রণাম সকল প্রকার ভজনীয় বস্তুর সমাবেশ। সাধকের পক্ষে অমূল্য সহায়ক গ্রন্থ। ৩) **শ্রীল প্রভুপাদ**—হিন্দী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের জীবন চরিত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিপ্রহরে শ্রীল গুরুদেবের ভোগারতি হয়। সকল ভক্তগণ এবং বৈষ্ণবগণ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অতঃপর প্রায় দু'হাজার ভক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন।

বিকেল এবং রাত্রে পুনরায় অনেক ভক্ত গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন ও অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার বিবরণী

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন, সহ-সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের শ্রীগৌরসুন্দরের ৫৩৩ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিতে শ্রীগোদ্রুমধামস্থ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে বৈকাল ৩টায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী গুরুবর্গের জয় বন্দনান্তে মুম্বাই মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি বৈভব পর্যটক মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য লীলার কথা পরিবেশন করেন। তারপর শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তি রক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ আদি মহারাজগণ পরপর শ্রীধাম মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁর বিস্তৃত ভাষণে মিশনের সম্বৎসর কালের কার্য্যাবলীর একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি মিশনের প্রবীণ বৈষ্ণবগণের সেবার প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রীধাম প্রচার কার্য্যের পাঁচটি প্রচার পার্টির সদস্যগণের, উৎসবে অংশগ্রহণ-কারী ও সেবার সাহায্যকারী ভক্তগণের ভুরি ভুরি প্রশংসা করেন। তিনি মিশনের কার্য্যাবলীর নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করে শোনান।

নির্য্যাণ

তিনি গত বৎসর শ্রীগৌরজয়ন্তী পর থেকে মিশনের যে সকল প্রবীণ বৈষ্ণব, মঠবাসী ও গৃহস্থ অপ্রকট করেছেন তাদের নাম প্রকাশ করেন।

১। গত ৩০শে অক্টোবর, ২০১৮ মিশনের পূর্বতন আচার্য পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

২। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ গোদ্রুম মঠের সহ মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন।

৩। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ কলকাতা মঠের প্রবীণ বৈষ্ণব শ্রীপাদ বলহরিদাস প্রভু অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

৪। গত ২৫শে মার্চ, ২০১৮ কলকাতা নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রী অরুন কুমার সিং অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

৫। গত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ সিংপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

৬। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ হুগলী জনাই রোডস্থিত গৃহস্থ শ্রীমতী গায়ত্রী দাসী অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন।

নির্মাণ কার্য্য

কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু মিউজিয়ামের কাজ, বেনারস মঠে নুতন যাত্রী নিবাস উদ্বোধন; কুরুক্ষেত্র মঠে নূতন যাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজ চলছে ও বিভিন্ন মেরামত কার্য্য

হয়েছে; পুরীমঠে Boundary wall এর মেরামত কার্য্য হয়েছে ও নূতন যাত্রীনিবাস নির্মাণের কাজ চলছে; দিল্লী গৌড়ীয় মঠে বিপুল মেরামত কার্য্য হয়েছে।

সমাজসেবামূলক কার্য্য

সমাজসেবা মূলক কার্য্যের মধ্যে গত এক বছরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিভিন্ন অঞ্চলে ৭টি, হুগলীতে ১টি, বীরভূমে ১টি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের মাধ্যমে সমাজের গরীব দুঃখীদের বিপুল সেবা করা হয়।

সন্ন্যাস প্রদান, ২০১৮—ভক্তিছায়ী বিষ্ণু মহারাজ, ভক্তিগৌরব গিরি মহারাজ, ভক্তি সুলভ শ্রমন মহারাজ, ভক্তিরসময় ভক্তিসার মহারাজ, ভক্তিসুরঙ্গ শান্ত মহারাজ, ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ।

শিক্ষাপ্রচার কার্য্য

কলকাতায় গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ ও রিসার্চ ইন্সটিটিউ সংস্কৃত ক্লাস ও মৃদঙ্গ ক্লাস চলছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ তে উভয় বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—হাওড়ায় বুকষ্টল পুন উদ্বোধন।

Tour Program—Jambu & Kashmir Tour (২২-০৫-২০১৮—০৬-০৫-১৮) পর্যন্ত প্রায় ১৫দিন ব্যাপী প্রায় ৭৫জন ভক্তকে নিয়ে পরিক্রমা করা হয়।

১৪ই থেকে ১৫ই মে, ২০১৮—সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল প্রাঙ্গণ, বালেশ্বর, উড়িষ্যা। (শ্রীল গোস্বামীপাদের আনুগত্যে, সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায়)। দুই দিবসীয় ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৩শে মে, ২০১৮—শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ, কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা, জম্মু, কাশ্মীর, পরিক্রমাকালে একদিনের ভাগবত ধর্মসভা।

১৬ই মে থেকে ১৩ এপ্রিল, ২০১৮—গোদ্রুম ধামে পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদের আনুগত্যে প্রায় একমাস কালব্যাপী পুরুষোত্তম ব্রত পালিত হয়।

২৬শে জুন, ২০১৮—পানিহাটীতে চিড়া-দধি মহোৎসবে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক দুই দিন ব্যাপী Book Stall অনুষ্ঠিত হয়।

৯ই থেকে ১৪ই জুলাই, ২০১৮—শ্রীল গোস্বামীপাদের আনুগত্যে রথযাত্রা মহোৎসব ও শ্রীক্ষেত্রধাম পরিক্রমা পালিত হয়।

৩১শে মে থেকে ২রা জুলাই, ২০১৮—আমেরিকা কানাডাতে তৎকালীন মিশনের সেবাসচিব মহারাজ (শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ) কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রেম প্রচারিত হয়।

৬ই থেকে ৭ই মার্চ, ২০১৮—(শ্রীল গোস্বামীপাদের আনুগত্যে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায়) পূর্বমেদিনীপুর গুরুচাকালীগ্রামে দুই দিবসীয় ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে মার্চ, ২০১৮—নুয়াপাটনা, রায়পাড়া অঞ্চলে শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের নেতৃত্বে উড়িষ্যা অঞ্চলের সন্ন্যাসীদের নিয়ে প্রায় পাঁচদিন ব্যাপী ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই থেকে ১৩ই এপ্রিল, ২০১৮—সুন্দরবন অঞ্চলে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক দয়াপুর বৈষ্ণব যুব সমিতির উদ্যোগে ত্রি-দিবসীয় গৌড়ীয় যুব প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই থেকে ১৭ই এপ্রিল, ২০১৮—শ্রীল গোস্বামী-পাদের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে পৈলানে মহিলা আশ্রমে দুই দিবসীয় ভাগবত ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮—আসাম শিরীষ বাড়ীতে মিশনের শতবার্ষিকী মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

৯ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮—London বাসুদেব গৌড়ীয়মঠে মিশনের মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৪ই থেকে ২১শে অক্টোবর, ২০১৮—আটদিন ব্যাপী গোদ্রুমধামে গীতা, ভাগবতের উপরে শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ Class নেন।

৭ই অক্টোবর, ২০১৮—উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীগণেশীলাল জী।

চৈতন্য চেতনা পদযাত্রা—গৌড়ীয় মঠ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ মহোৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে মহানগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। **যথা—২ অক্টোবর, যাদবপুর। ২৮শে অক্টোবর, ২০১৮**—সল্টলেকে এবং ২৫শে নভেম্বর, ২০১৮ হাওড়ায়।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচার

২৬শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর, ২০১৮—

উড়িষ্যার যাজপুর, রায়পাড়া, কটক আদি অঞ্চলে প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীল গোস্বামী ঠাকুরের আচার্য্য হিসেবে বিপুল সমারোহে প্রথম প্রচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

৪ই ডিসেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৮—বর্ধমান, বাঁকুড়া, আমলাজোড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচার করেন।

৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১০ই জানুয়ারী, ২০১৯—মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে প্রায় সাতদিন ব্যাপী ভাগবত কথা কীর্ত্তন ও প্রচার করেন।

১১ই জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারী, ২০১৯—বেনারস, এলাহাবাদ, মুগলসরাই, পাটনা, গয়া আদি মঠ পরিদর্শন ও প্রচার করেন।

২৩শে থেকে ২৪ জানুয়ারী, ২০১৯—বীরভুমে নিরিষায় ভাগবত ধর্মসভা ও প্রচার।

২৭শে জানুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—দশদিন ব্যাপী কলকাতায় শ্রীচৈতন্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮—কেরালায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—পূর্বমেদিনীপুর প্রচার করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯—দঃ ২৪ পরগণা প্রচার।

প্রকাশন

এ বৎসর গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছেন।

১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত—(অনুভাষ্য সহ)।
২। শ্রীচৈতন্য ভাগবত —(পয়ার)।
৩। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত।
৪। সরল বৈষ্ণব সৎক্রিয়া সারদর্পন।
৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব।
৬। সৃষ্টিলীলার তাৎপর্য ও রাধাকৃষ্ণ আবির্ভাব রহস্য।
৭। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা।
৮। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা- স্বভাষ্য।
৯। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বন্দনা (বাংলা ও হিন্দি)।
১০। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের—প্রবন্ধাবলী (প্রথম খণ্ড)।
১১। উপাখ্যানে উপদেশ (২য় খণ্ড)।
১২। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি সংগ্রহ ও প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তন।
১৩। শ্রীগুরু মহারাজের হরিকথা- (২য়, ৩য় খণ্ড)
১৪। শ্রীহরিবাসর-একদশী মহাত্ম্য।
১৫। শ্রীল প্রভুপাদ- (হিন্দি)
১৬। সাধক মৌলি রত্নমালা (বাংলা)
১৭। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

গৌরকথা সপ্তাহ বিবরণ

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, প্রচারক

শ্রীনবদ্বীপধামে গৌরকথা কীর্ত্তনের একটি দৃশ্য

প্রথম দিবস বিকেল

স্তমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধ-স্ব-প্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ-নবদ্বীপ প্রকটম্॥ ১॥

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন শচীনন্দন গৌরহরি এক ঈশ্বর যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও শ্রীচৈতন্যস্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগে, অসীম অতি বা পরম উদারতার শ্রেষ্ঠ মূর্তি, যিনি ব্রজের গোপীগণের এবং রাধারানীর প্রেম মধুরিমা যা কিনা অতি উল্লাসভরে আস্বাদন পূর্বক স্বেদ, কম্প, পুলকাদি রূপ অষ্টস্বাত্ত্বিক বিকারযুক্ত হয়েছেন, সেই অতিমর্ত্য কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করাইবার এবং তা কলিহত জীবকে পাত্রাপাত্র

বিচার না করে অকাতরে বিলাইবার জন্য শ্রীনবদ্বীপ নামক শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রকটিত হয়েছেন, সেই গৌরহরিকে আমরা সকলে স্তব করি।

দ্বিতীয় দিবস—অপরাহ্ন

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো ন হি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্ ॥ ২॥

এই সংসারে বহু শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানব যাদের বেদে বর্ণিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সঙ্গে কোন স্পর্শ ছিল না অথবা চতুবর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বহির্ভূত যারা এবং যারা সর্বদা মহাপাপ কার্যে রত ছিল, আরো এক শ্রেণীর মানব যারা কোনদিন সাধুর দর্শনের মধ্যে পড়ে নাই অথবা সাধুর দ্বারা সৃষ্ট কোন স্থানে বসবাস করবার কিম্বা গমন করবার ভাগ্য হয় নাই এইরকম শ্রেণীর লোককেও কোন এক অনির্বচনীয় অবতার কলির প্রারম্ভে এসে হরিনামরস সুধা পানে মত্ত করেছিলেন, নাচিয়েছিলেন, গাইয়েছিলেন এমনকি ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে বাধ্য করেছিলেন—সেই অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত ঈশ্বরকে আমরা স্তব করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার বিবরণ

সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী, গোদ্রুম

জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধামসহ গৌরচন্দ্র অবতার ॥

(শ্রীনবদ্বীপ ধামপথে)

নয়টি দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ ধাম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথির প্রাক্কালে আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ পাঁচদিন ব্যাপী এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ করে কলিত্রস্ত সাধকের জন্য ভক্তির পথকে সুগম থেকে সুগমতর করে দিয়েছেন। নিম্নাঙ্গের দ্বারাও যে ভগবানের সেবা হয় তার এক দৃষ্টান্ত জগতে স্থাপন করেছেন। শ্রীলগুরুবর্গের ব্যবস্থাপিত সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে গৌড়ীয় মিশনের প্রকটাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাদ উপস্থিতিতে গত-১৬-০৩-২০১৯ হতে ২০-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমণ হয়। প্রায় তিন হাজার ভক্ত পরিক্রমা করেন।

পরিক্রমা তিনটে পার্টিতে সমাবৃত ছিল, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবগণ পার্টির পুরোভাগে থেকে কীর্ত্তন করে দলকে পরিচালনা করেন। সকল ভক্তগণ পশ্চাতে থেকে তুমুল সংকীর্ত্তন বন্যায় ভেসে চলেন। ধামের বিভিন্ন স্থানের মহিমা পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করেন। দুপুরে ভক্তগণকে মুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রথম দিবস (শনিবার)—শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ হয়। সকাল সাড়ে ৬টার সময় প্রকটাচার্য্য শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের মঙ্গলারতি অন্তে গুরুবর্গ ও শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করে জয়ধ্বনি সহকারে পরিক্রমা রওনা হয়। শ্রীল গুরুদেব সকল বৈষ্ণবগণকে মাল্য দান করে পরিক্রমণের জয় ঘোষনা করেন। শ্রীসরস্বতী নদী পার হয়ে অন্তর্দ্বীপকে ডাইনে রেখে রুদ্রদ্বীপের উদ্দেশ্যে চলেন। পথে গঙ্গানগর স্থান যেখানে ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করেছিলেন এই স্থানে গঙ্গা কিছুকাল অবস্থান করে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব উৎসব পালন করেন। এরপর পৃথুকুন্ড নামক স্থান, পৃথু রাজা তিনি ভগবানের নামগুণ লীলা শ্রবণ করবার জন্য একশত কান বর চেয়েছিলেন ভগবানের কাছে। পৃথু রাজার নামেই পৃথিবী, ইনি পৃথ্বীকে সমতল করেছিলেন। গঙ্গার তীর বরাবর পরিক্রমা অগ্রসর হলে গঙ্গাতীরে শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীর স্থান দর্শন ও প্রণাম করেন। যদিও বর্তমানে গঙ্গা তার গতি পরিবর্তন করেছে। এইস্থানে বসে কবি জয়দেব ''গীতগোবিন্দ'' রচনা করেন। ভগবান নিজে শ্রীজয়দেবের অগোচরে এসে তার কবিতার একটি পদ স্বহস্তে লিখে কবি জয়দেব ও পদ্মাবতীকে কৃপা করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের জগাই মাধাই উদ্ধার লীলাকালে মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত করে রক্তপাত করেছিলেন তখন মহাপ্রভু সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বারণ করেছিলেন ও তাদের ক্ষমা করেছিলেন। মাধাই এর মনে অনুতাপ থেকেই গিয়েছিলো, সেকথা নিত্যানন্দ প্রভুকে জানালে তিনি বলেছিলেন তোমাদের ক্ষমা হয়েছে তবুও তোমার মনে যে অনুশোচনা আছে সেজন্য

তুমি প্রতিদিন গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করবে। সেই থেকে এর নাম মাধাইর ঘাট।

পরিক্রমা রুদ্রদ্বীপে এসে পৌঁছায়। রুদ্রশিব তিনি কখনো জানতে পেরেছিলেন কৃষ্ণই স্বয়ং কলিযুগে উদার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে পাপী তাপী সকলকে প্রেমদান করবেন। সেই শ্রীগৌরসুন্দরের গুণগান করে শিব এই স্থানে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

'রুদ্র ইহা নৃত্য করে গৌরগুণগান'।

বৈষ্ণবগণ এই স্থানে প্রচুর নৃত্য কীর্ত্তন পরিক্রমণ ও শ্রীবিগ্রহের আরতি করে সীমন্ত দ্বীপের দিকে অগ্রসর হন। সীমন্ত দ্বীপ বা বেলপুকুর এখানে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর শ্রীপাট। শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর সেবিত মদনগোপাল জীউ প্রায় ৭০০ বছরের পুরানো মনোহর বিগ্রহ। বৃন্দাবনের যে বেলবন সেই বন অভিন্নরূপে এখানে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। ভগবানে শক্তি স্বরূপিনী লক্ষ্মী তিনি মহামায়ারূপে এখানে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুর চরণের ধূলি সীমন্তে ধারণ করেছিলেন বলে এই দ্বীপ সীমন্ত দ্বীপ নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় দিবস (রবিবার)—আমলকী একাদশীর ব্রত করে বৈষ্ণবগণ ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে গোদ্রুম দ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ করেন। সুরভী কুঞ্জে প্রণাম করেন, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু নামের হাট খুলেছিলেন কলিহত জীবের জন্য এবং অকাতরে সকলকে কৃষ্ণনাম বিতরণ করেছিলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের চরণে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, কৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু তার মনের অপরাধবোধ মেটেনি তাই সুরভী দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সুরভীদেবী তাকে কলিযুগে গৌরসুন্দরের অবতার কথা বলেছিলেন। এই স্থানে ইন্দ্র গৌরের তপস্যা করে গৌরের কৃপালাভ করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলে মার্কণ্ড ঋষি ভাসতে ভাসতে এই স্থানে একটি বট বৃক্ষের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সুরভী মাতা তাকে দুগ্ধ প্রদান করে তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ ও তাঁর সেবিত প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌর গদাধর বিরাজিত রয়েছেন। শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুর আরতি কীর্ত্তন করেন। মন্দির পরিক্রমা করেন বৈষ্ণবগণ সঙ্গে। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ আছেন। শ্রীলগৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মন্দির বিরাজমান। তিনি প্রতিদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে গৌরকথা আলোচনা করতে আসতেন কুলিয়ার চর থেকে। কোন কোনদিন ঐ স্থানেই রাত্রিযাপন করতেন। এরপর হরিহর ক্ষেত্রে আসেন পরিক্রমাপার্টি। এটি অভিন্ন কাশীধাম। হরি হলেন বিষয় বিগ্রহ আর হর তিনি আশ্রয় বিগ্রহ দু'জনে একইসঙ্গে হরিহররূপে বিরাজমান। পরবর্তীস্থান সুবর্ণবিহার সত্যযুগে সুবর্ণসেন রাজা বিষয়ভোগে মত্ত ছিলেন। শ্রীনারদ ঋষির কৃপায় তার দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং রাজা গৌরের ভজন করেন। গৌরহরি তাকে রুক্মবর্ণ রূপ ধরে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত গৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধব সেবা গ্রহণ করছেন।

প্রখর রোদকে মাথায় নিয়ে ভক্তগণ বৈষ্ণব সঙ্গেতে নৃত্য ও কীর্ত্তন করতে করতে ধীরে ধীরে মধ্যদ্বীপে শ্রীনৃসিংহপল্লীতে পৌঁছান। এই স্থান দেবপল্লী নামেও খ্যাত। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে শ্রীনৃসিংদেব এই স্থানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তাই গৌড়ীয় ভক্তগণের এই স্থানে কীর্ত্তনেই আরাম। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর শ্রীনৃসিংহদেবের আরতি নৃত্য কীর্ত্তন করান বৈষ্ণবগণকে নিয়ে। শ্রীধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। দুপুরে অনুকল্প প্রসাদ দানে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। বিশ্রামান্তে শ্রীহংসবাহন শিব ঠাকুরের স্থান দর্শন করা হয়। গৌরকথা শুনবার জন্য শিব ঠাকুর হংসের পিঠে করে দ্রুত এখানে উপস্থিত হন। সন্ধ্যেবেলা পরিক্রমা মঠে ফিরে ।

তৃতীয় দিবস (সোমবার)—কোলদ্বীপ ও ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা হয়। বর্তমান নবদ্বীপ শহর কোলদ্বীপ। কোল অর্থাৎ বরাহ, সত্যযুগে এক ব্রাহ্মণ বরাহ মূর্ত্তিতে ভগবানের আরাধনা করেন। ভগবান তাকে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন এবং কলিযুগে উদার গৌররূপে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন একথা জানান। নবদ্বীপ শহরে প্রৌঢ়মায়া আছেন তিনি ভগবানের শক্তিস্বরূপিনী যোগমায়া দেবীর ছায়া মহামায়া তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন এবং অভক্তের বিনাশ করবার জন্য সর্বদা এখানে জাগ্রত আছেন। ভক্তগণ তাঁকে প্রণাম করে চাঁপাহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তুমুল কীর্ত্তন ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে পরিক্রমা ঋতুদ্বীপে চাঁপাহাটিতে পৌঁছয়। দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত শ্রীবিগ্রহ গৌরগদাধর সেবিত হচ্ছেন। এখানে অদ্ভুত সুন্দর শ্রীবিগ্রহের রূপ, আকর্ন বিস্তারিত চক্ষুদ্বয় বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ভক্তগণের কাছে। শ্রীলগুরুদেব গৌরগদাধরের আরতি করেন, বৈষ্ণবগণ 'কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া' কীর্ত্তন দ্বারা এক রমনীয় পরিবেশ

তৈরী করেন। বিপুল নৃত্য কীর্ত্তন যোগে শ্রীবিগ্রহকে সুখান্বিত করেন বৈষ্ণবগণ। এই স্থানে সমুদ্রসেন রাজা ভীমকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, ভীম ভয়ে কৃষ্ণের শরণাগত হন সেই সুযোগে সমুদ্রসেন রাজা কৃষ্ণের দর্শন কৃপা লাভ করেন। তাই এই স্থানের নাম সমুদ্রগড়। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর আবার পরিক্রমাদল জহ্নুদ্বীপের একপ্রান্তে বিদ্যানগর নামক স্থানে সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। সার্বভৌম পণ্ডিত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং ষাটহাজার সন্ন্যাসীর গুরু ছিলেন, বেদান্ত পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভু তাকে কৃপা করে শুদ্ধভক্তির শিক্ষাদান করে গৌড়ীয় করেছিলেন।

চতুর্থদিবস (মঙ্গলবার)—সকালে গোদ্রুম মঠ হতে পরিক্রমা বেরিয়ে গঙ্গা পার হয়ে নবদ্বীপ শহরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গৃহে আসেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর বিরহে এখানে ভজন করেন এবং জগতে জীবের কাছে বিপ্রলম্ভ ভজনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই স্থান হতে বেরিয়ে জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথে জহ্নুমুনির আশ্রম দর্শন ও প্রণাম করা হয়। জহ্নুমুনি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন পরে আবার তার জানুদেশ থেকে গঙ্গাকে নির্গত করেন, তাই গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। সেখান থেকে মোদদ্রুম দ্বীপে পৌঁছায়। এখানে সারঙ্গমুরারী ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীরাধামদনগোপাল জীউ বিরাজমান। গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব এর গৌরগদাধর বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দির পরিক্রমা ও আরতি শেষে নিকটস্থ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যিনি শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস নামে খ্যাত তাঁর ভজনস্থলীতে আসেন। তাঁর সেবিত শ্রীরাধামদন মোহন জীউ, শ্রীশ্যামসুন্দর জীউ শ্রীসুভদ্রা দেবী ও শ্রীবলদেব জীউ মন্দিরে সেবিত হন। শ্রীল গুরুদেব আরতি করেন ও বৈষ্ণবগণ 'জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিনী কুমার' কীর্ত্তন দ্বারা গুরুদেবের অনুগমন করেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বনবাসে থাকাকালীন এই স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি সীতাদেবীকে বলেছিলেন যে কলিযুগে তিনি গৌরসুন্দর এবং সীতাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে আসবেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রভুর বিরহে তণ্ডুলে নাম গ্রহণ করবেন, দিবসান্তে তন্ডুল রান্না করে ভোগ দিয়ে গ্রহণ করবেন। এইভাবে তিনি জগতে আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন। এখান থেকে ফিরবার পথে বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর নামক স্থানে যেখানে পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এসে স্বপ্নে যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাপ্রভুর

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণের একটি দৃশ্য

অবতারের কথা জানতে পারেন।

এরপর কোলদ্বীপ হয়ে ফিরবার সময় গঙ্গার তীরে শ্রীলজগন্নাথ দাস ও শ্রীল বংশীদাস বাবাজীর ভজনকুটীর ও সমাধি দর্শন করে মঠে প্রত্যাবর্তন করে।

পঞ্চম দিবস (বুধবার)—আজ পরিক্রমার শেষদিন, অন্তর্দ্বীপ বা মায়াপুর শ্রীগৌরের জন্মভিটা যোগপীঠ মন্দিরে এসে প্রথমেই শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে আরতি কীর্ত্তনান্তে মূল মন্দির পরিক্রমা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধব, মহাপ্রভু লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং অধোক্ষজ মূর্তি, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীজগন্নাথদেব বিরাজিত থেকে সেবা গ্রহণ করছেন। বিপুল নৃত্যকীর্ত্তন করে বৈষ্ণবগণ সুখী করেন। অতঃপর নিম্ববৃক্ষ যার নীচে মহাপ্রভুর আবির্ভাব তাকে এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনৃসিংহদেবের পরিক্রমণ আরতি কীর্ত্তন সম্পন্ন হয়। এরপর শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীঅদ্বৈতভবন হয়ে শ্রীচৈতন্য মঠ অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে যান। তথায় আরতি কীর্ত্তন করে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিতে বসে বৈষ্ণবগণ ও সকল ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের সাক্ষাদ্ উপস্থিতিতে 'কবে মোর হবে হেন দিন' এই কীর্ত্তনটি পরিবেশন করেন। সেখানে থেকে ফিরে এসে মঠে দুপুরে সকলে অন্ন প্রসাদ পান।

এদিন বিকেল পাঁচটার সময় নাট্যমন্দিরে গুরুপূজা মহোৎসব পালিত হয়। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ও গৃহীভক্তগণ অনেকেই গুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। রাতে অধিবাস কীর্ত্তন আরতি ও

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও নবীন সন্ন্যাসীবৃন্দ

পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন ইংরাজী ২১-০৩-২০১৯ (বৃহস্পতিবার)— শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শুভ জন্মঅভিষেক দিবসে সকাল থেকে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ পারায়ণ করেন ভক্তগণ। মঠে নানাস্থানে ভক্তগণ পাঠ করেন। সঙ্গে প্রকটাচার্য্যের ভজন কুটীরের সামনে দেড়ঘন্টা কাল বৈঠকী কীর্ত্তন হয়। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত নাট্যমন্দিরে প্রশ্নোত্তর ক্লাস হয়। ১১টা থেকে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা হয় ও ব্যাণ্ডপার্টি সহযোগে হোলি খেলা হয়। দুপুর দুটো থেকে তিনটে একঘন্টা কাল শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত 'গৌরাঙ্গ লীলা স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রম্' পাঠ হয়। এরপর ধাম প্রচারিনী সভার কার্য আরম্ভ হয়।

এদিকে গৃহস্থ ভক্তগণ ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণের সহযোগিতায় পুরো মঠকে প্রদীপ দিয়ে ও আলপনা দিয়ে সুসজ্জিত করেন। সন্ধ্যেবেলা শ্রীল গুরুদেব দীপাবলী মহোৎসবের সূচনা করেন।

''এ হরিমন্দির ঢাকা যে প্রদীপে
দেখিলে নয়ন জুড়ায় রে।'' (কীর্ত্তন মালিকা)

নাট্যমন্দিরে এরপর আবির্ভাব কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শঙ্খ, ঘন্টা ধ্বনির দ্বারা সূচিত হয় শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ জন্ম অভিষেক। রাত দশটার সময় আরতি কীর্ত্তন হয় ঠাকুরের। এরপর ভক্তদের অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়।

পরদিবস সকালে থেকে প্রায় চারহাজার ভক্ত ও স্থানীয় ধামবাসীগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ❑

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী নাম নিম্নে প্রদর্শিত হইল

পরীক্ষাথীর নাম ও ঠিকানা—

১) শ্রীমতী অনিমা দাসী, জলপাইগুড়ি ২) শ্রী ঋষি দাস, কটক ৩) শ্রী পরমেশ্বর দাস (পবিত্র মোহন), কটক ৪) শ্রী বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (২৪ পরগণা) ৫) শ্রী দেবদেব জগন্নাথ দাস, বাংলাদেশ ৬) শ্রী হরিপদ দাস, গৌহাটি ৭) শ্রী খাদুরচন্দ্র রায়, বাংলাদেশ ৮) শ্রী দয়াময় দাসাধিকারী, জলেশ্বর ৯) শ্রী মনোরঞ্জন মাইতি, তমলুক ১০) শ্রী অনাদি নিধন দাস, গৌড়ীয় মঠ কলকাতা ১১) শ্রী বৈজয়ন্তী রাউল, বালেশ্বর ১২) শ্রী রমাপতি দাসাধিকারী, বালেশ্বর ১৩) শ্রী স্বপ্না সাহু, মেদিনীপুর ১৪) শ্রী অসিত কারার, মুম্বই ১৫) শ্রী গৌরসুন্দর দাস, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলকাতা ১৬) শ্রীমনমোহন পাল, গৌরহাটি ১৭) শ্রী পি.এস. পাতিল, মুম্বই ১৮) শ্রী সোমনাথ সাহা, কালনা ১৯) শ্রীমতী সীমা আকুড়ে, দুর্গাপুর ২০) শ্রীমতী সুভদ্রা দাসী, তমলুক ২১) শ্রী রসিকানন্দ দাস, ২৪ পরগনা ২২) শ্রী রাধামোহন দাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা ২৩। শ্রী সুধাময় দাসাধিকারী, জলেশ্বর ২৪। ডাঃ মহাদেব মণ্ডল, বাগনান ২৫) শ্রী ঠাকুর চরণ দাস, বসিরহাট ২৬) শ্রী নয়নানন্দ পাহাড়, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ২৭) শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েল, বাগবাজার, কলকাতা ২৮) শ্রী মানিকলাল দাস, গৌরহাটি ২৯) শ্রী তপন কুমার ঘোষ, মুম্বাই ৩০) শ্রীসারঙ্গ দাস, শ্রীগোদ্রুম মঠ ৩১) শ্রী প্রবাল কর (ময়না) ৩২) শ্রী নরোত্তম দাস, বাংলাদেশ ৩৩) শ্রীমতী মন্দিরা দাসী, গৌরহাটি।

নবীন সন্ন্যাসীবৃন্দ

ব্রহ্মচারী নাম	সন্ন্যাসী প্রাপ্ত নাম
১। শ্রীঅমৃতবিলাস দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিযাজী যাযাবর মহারাজ
২। শ্রীমধুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিজাত জনার্দন মহারাজ
৩। শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিশবল স্বামী মহারাজ
৪। শ্রীরূপানুগ দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিউদার উদাসীন মহারাজ
৫। শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ
৬। শ্রীবনমালী দাস ব্রহ্মচারী	শ্রীপাদ ভক্তিতপন তপস্বী মহারাজ

শ্রীশ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে কুসুমাঞ্জলী

ওহে গুরুদেব দয়াময় প্রণামি তোমায়
আজি তব পূজাদিনে।
দু'টি ফুল দিয়া গাঁথিয়াছি মালা
উপহার দিব বলে॥
পূজিতে তোমারে কি শকতি মোর
আমি অতি দীন জন।
না হইয়া দেব দেব পূজিবারে
চাহে দীন অকিঞ্চন॥
কালগতি আর তটিনীর স্রোত
কেহ না রোধিতে পারে।
ভক্তিবিনোদ ভক্তিধারা তেমতি
রোধিতে কেহ নারে॥
সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তিতীর্থ পুরীদাস
শ্রীভক্তি কেবল ঔডুলোমী।
শ্রীরূপ ভাগবত ভক্তি সুহৃৎ পরিব্রাজক
তুমি তাঁহাদের অনুগামী॥
গৌড়ীয় ভকতের ভকতি সাধনের
রাখিল গুরু করি।
দেশে দেশে গৌর বাণী প্রচার করিলে তুমি
তুমি সে প্রেমের ভাণ্ডারী॥
কত অমানিশা গৌড়ীয় গগণকে
গ্রাসিছিল বার বার।
দীপ্ত সূর্যালোকে হরেছে সকল
উজ্বল দৃষ্টান্ত তুমি তার॥
বহুদিন ধরে শিক্ষাগুরুর কাজ
করেছ সচিব হয়ে।
বজ্রসম কঠোর কসুম হতেও কোমল
তাই কেহ কেহ দূরে রহে॥
না বুঝিয়ে তোমার কোমল হৃদয়
কত জন যায় দূরে।
ডাকিয়া হাকিয়া তাদের এনেছে
স্নেহমাখা করুণ সুরে॥
গৌড়ীয় মিশনের তুমি কর্ণধার
আশ্রয় বিগ্রহ তুমি।
তোমার চরণে করি প্রণিপাত
তোমার কিঙ্কর আমি॥
কত যে করুণা করেছ আমারে
অন্বয় আর ব্যতিরেকে।
পামর মোর মন না মানে শাসন
তাই মজি দুঃখ শোকে॥

বঙ্গবাসী ভক্তগণে কর কৃপা বিতরণে
ঘরে ঘরে করিয়া প্রচার।
দীনহীন সর্বজনে মম সম অজ্ঞজনে
নীচ জনে উচ্চ করিবার ॥
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ আর যত সবিশেষ
ভাগবতের শিক্ষাসার কথা।
রূপানুগ মহাজনের ভক্তিশিক্ষা মহাধনের
প্রচার করিলে যথা তথা ॥
তুমি নিত্যানন্দাভিন্ন রাধাকৃষ্ণের নিজজন
শাস্ত্র-ভাষায় গুরু ভগবান।
ভক্তজনে কৃপা করি গুরুরূপে অবতরি
তুমি রাধিকার নিত্যজন ॥
ওহে গৌরজন তুমি ত আপন
ক্ষমি মোর অপরাধ।
কৃষ্ণ নামে রতি যাচে দুরমতি
এ বড় মনের সাধ ॥

ভবদীয় শ্রীচরণ কমলে
করুণাকণ প্রার্থী
শ্রীজগদীশ দাস
জলঢাকা—বাংলাদেশ

ভ্রম সংশোধন

শ্রীল গোস্বামীপাদের ৭২তম শুভ আবির্ভাব তিথি বাসরে প্রকাশিত "বিরহ কুসুমার্ঘ্য" নামক শ্রদ্ধাঞ্জলী বইয়ের কভারপেজ এর অন্তিম পৃষ্ঠায় দশম পংক্তিতে কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী নামের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণপদ বেরা হইবে, অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ জনিত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

দোলপূর্ণিমায় স্বরূপগঞ্জে সাতদিন ব্যাপী নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১৬ মার্চ, শনিবার থেকে ২০ মার্চ, বুধবার, ২০১৯ পর্যন্ত দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নদীয়া জেলার স্বরূপগঞ্জের শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির তথা স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধ-বনিতাসহ প্রায় ১৫০০ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। ডঃ মহাদেব মন্ডল মহাশয় উপস্থিত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

প্রধান কার্য্যালয় ঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ২৫৩৩-৬৪১৮
মো ঃ ৯০৫১৭৮১৪৯৩/৯৪৩৩৩৬৭৩৭৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদন —

গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পাত্রিরাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২৩শে বৈশাখ, মঙ্গলবার ইং ৭ই মে, ২০১৯, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার ইং ২৭ই মে, ২০১৯ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে একবিংশতি দিবস (২১ দিন) ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষ্যে প্রত্যহ চন্দন লেপন, পুষ্প-শৃঙ্গারাদিসহ ভগবৎ আবির্ভাবাদি তিথি পূজা ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখ বিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত পান ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ রূপ আত্মমঙ্গল বরণ করিলে সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার অবকাশ না পাইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত চন্দন, ফুল ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য প্রদান করিলে ন্যূনাধিক সাধনফল লাভ হয়।

পাপমোচনী একাদশী
১লা এপ্রিল, ২০১৯

নিবেদক
ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব-পঞ্জী

২৩শে বৈশাখ, ৭ই মে, মঙ্গলবার	—	**অক্ষয় তৃতীয়া**। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা আরম্ভ।
৩১শে বৈশাখ, ১৫ই মে, বুধবার	—	মোহিনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, শনিবার	—	**শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস**। প্রদোষে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শুভ জন্ম অভিষেক। মাধবী পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল ও সলিল বিহার মহোৎসব। শ্রীশ্রীরাধারমণ জয়ন্তী।
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৬শে মে, রবিবার	—	শ্রীধাম পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভৌরী উৎসব।
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে, সোমবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা সমাপ্তি দিবস।

দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

যথাবিধি চন্দন লেপন বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা প্রত্যহ নিত্য নূতন শৃঙ্গার অনুষ্ঠিত হইবেন।

বিঃ দ্রঃ- প্রত্যহ ফুলের শৃঙ্গার ও চন্দন লেপনের ব্যবস্থার জন্য যে সমস্ত শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থানুকূল্য করিতে চান তাহাদের পূর্ব হইতে নাম লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাই।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/04/2019

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ। (২) চৈতন্য শিক্ষামৃত (৩) শ্রীমদ্ভগবত গীতা (৪) শ্রীমদ্ভগবত গীতা (ইংরাজী) (৫) সাধক মৌলিতত্ত্ব (৬) ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ (৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৮) গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ৯) গুরুমহারাজের হরিকথা ৩য় খণ্ড। ১০) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) ১১) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী ১২) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত। হিন্দি (১) ক্ষিরচোরা গোপীনাথ চরিতামৃত (২) উপাখ্যান মে উপদেশ, ২য় খণ্ড ৩) ভজনগীত (৪) উপদেশামৃত (৫) শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org